Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ৫০ নয়া পয়সা। ২৲ দুই টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ

সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা ২৫ নয়া পয়সা

নগদ মূল্য ছয় নয়া পয়সা

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

বহরমপুর এক্সরে ক্লিনিক

জল গম্বুজের নিকট

পোঃ বহরমপুর ঃ মুর্শিদাবাদ

জেলার প্রথম বেসরকারী প্রচেষ্টা

★ বিশেষ যত্ন সহকারে রোগিদের এক্সরের সাহায্যে রোগ পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা করা হয়।

★ যথা সত্বর কাজ করা আমাদের বিশেষত্ব।

★ কলিকাতার মত এক্সরে করা হয়।

★ দিবারাত্রি খোলা থাকে।

জেলাবাসীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

৪৭শ বর্ষ } রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—৩রা ফাল্গুন বুধবার ১৩৬৭ ইংরাজী 15th Feb. 1961 { ৩৭শ সংখ্যা

সকল ঘরের তরে...

দীপ্তি লণ্ঠন

ওরিয়েণ্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিঃ ৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২

রান্নায় আনন্দ

এই কেরোসিন কুকারটির অভিনবত্ব রন্ধনের ভীতি দূর করে রন্ধন-প্রীতি এনে দিয়েছে।

রান্নার সময়েও আপনি বিশ্রামের সুযোগ পাবেন। কয়লা ভেঙে উনুন ধরাবার পরিশ্রম নেই, অস্বাস্থ্যকর ধোঁয়া না থাকায় ঘরে ঘরে ঝুলও জমবে না।

জটিলতাহীন এই কুকারটির সহজ ব্যবহার প্রণালী আপনাকে তৃপ্তি দেবে।

- ধুলা, ধোঁয়া বা ঝঞ্ঝাটহীন।
- স্বল্পমূল্য ও সম্পূর্ণ নিরাপদ।
- যে কোনো অংশ সহজলভ্য।

PATENT NO.62358.09.57

খাস জনতা

কেরোসিন কুকার

রন্ধন চাহিদা ও বিপুলতা আনবে।

প্রস্তুতকারক:

দি ওরিয়েণ্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ প্রাইভেট লিঃ

৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

ব্রজশশী আয়ুর্ব্বেদ ভবন

রঘুনাথগঞ্জ — মুর্শিদাবাদ

কবিরাজ শ্রীরোহিণীকুমার রায়, বি-এ, কবিরত্ন, বৈদ্যশেখর।

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ ও তৈলাদির নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

হাতে কাটা

বিশুদ্ধ পৈতা

পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

৩রা ফাল্গুন বুধবার সন ১৩৬৭ সাল।

জনগণনা ১৯৬১
ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের বাণী

—•—

আসন্ন জনগণনা উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় নিম্নলিখিত বাণী দিয়াছেন :—

সরকারীভাবে দেশের জনসংখ্যা নিরূপণ এবং তৎসহ প্রতিটি মানুষের সম্বন্ধে কতকগুলি বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করাকে জনগণনা বলে। জনগণনার দ্বারা কোন একটি নির্দ্দিষ্ট সময়ে দেশে কত লোক আছেন এবং তাঁহাদের মধ্যে কতজন পুরুষ ও কতজন স্ত্রীলোক, বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী লোকদের সংখ্যা কত, কতজন সাক্ষর, কাহাদের কত বয়স, কে কি কাজ করেন ইত্যাদি তথ্য জানা যায়। মানবজাতি সম্বন্ধে যাঁহারা চিন্তা করেন তাঁহাদের সকলের পক্ষে জনগণনালব্ধ তথ্যাদি অপরিহার্য্য। রাষ্ট্রনৈতিক ব্যবস্থা নির্ব্বিশেষে সমুদয় গবর্ণমেণ্ট, পৌর কর্ত্তৃপক্ষ এবং ব্যবসায়িগণের নিকট এই জাতীয় তথ্যের প্রয়োজন আছে। আগামী জনগণনার দ্বারা ১৯৬১ সালের ১লা মার্চ্চ সূর্য্যোদয়ের সময় পশ্চিম বঙ্গ তথা ভারতের লোকসংখ্যা এবং সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি জানা যাইবে। গণনার কার্য্য ১০ই ফেব্রুয়ারী হইতে ৫ই মার্চ্চ পর্য্যন্ত চলিবে। এই সময়ে প্রতি গণনাকারী প্রতি পরিবারের নিকট অন্ততঃ দুইবার যাইবেন—একবার ১০ই হইতে ২৮শে ফেব্রুয়ারীর মধ্যে এবং আর একবার ১লা হইতে ৫ই মার্চ্চের মধ্যে।

গণনাকারিগণ অবৈতনিকভাবে জনগণনা বিভাগের পক্ষে নিজেদের স্বাভাবিক কার্য্যের অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসাবে এই কাজ করেন। গণনাকারিগণ যে সকল প্রশ্ন করিবেন, নাগরিকগণকে নিজেদের জ্ঞানানুসারে সেই সকল প্রশ্নের নির্ভুল উত্তর দিতে হইবে। যে যে বিষয়ে প্রশ্ন করা যাইবে সেগুলি ১৯৬০ সালের ১৬ই সেপ্টেম্বরের বিজ্ঞপ্তি নং ২৩৬০ এ, আর, দ্বারা পশ্চিম বঙ্গ সরকার কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইয়া ১৯৬০ সালের ২৬শে সেপ্টেম্বর কলিকাতা গেজেটের বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। গণনাকারিগণের প্রশ্নের উত্তরে নাগরিকগণ নিজেদের সম্বন্ধে যে সকল সংবাদ দিবেন সেগুলি জনগণনা আইন অনুসারে গোপন রাখা হইবে। সুতরাং কাহারও জনগণনা সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে কণামাত্র দ্বিধা করা উচিত নয়। আমি আশা করি যে, জনগণনা যাহাতে নির্ভুল হয় তাহার জন্য সকলেই সরকারের সহিত পূর্ণ সহযোগিতা করিবেন।

পশ্চিমবঙ্গে লোক গণনা
শুক্রবার হইতে কাজ আরম্ভ

১০ই ফেব্রুয়ারী (১৯৬১) শুক্রবার হইতে পশ্চিম বঙ্গে ৫৯,০১২ জন গণনাকারী ১৯৬১ সালের লোক গণনা কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। ১১,১৪৮ জন সার্কেল সুপারভাইজার ও ৩,৭৩৮ জন চার্জ্জ অফিসার উক্ত গণনাকারীদিগের কার্য্য তদারক করিবেন। এই বৃহৎ সংখ্যক গণনাকারীদিগের কার্য্য জেলাতে, জেলা ও মহকুমা লোকগণনা আধিকারিক এবং জাতীয় সম্প্রসারণ প্রত্যেক ব্লকে বা থানার কিয়দংশে, সহকারী লোকগণনা আধিকারিকগণ এবং সহরে লোকগণনা আধিকারিকগণ সর্ব্বদাই তাঁহাদের কার্য্যে সহায়তা করিবার জন্য প্রস্তুত আছেন বা থাকিবেন। কলিকাতায় অনুরূপভাবে লোকগণনার উপ-অধীক্ষক এবং সহকারী অধীক্ষকগণ ৫ জন জেলা লোকগণনা আধিকারিক সহ ঐ কার্য্যে নিযুক্ত থাকিবেন। ১০ই ফেব্রুয়ারী (১৯৬১) বেলা বারোটায় পশ্চিম বঙ্গ ও সিকিমের লোকগণনা অধীক্ষকের প্রত্যক্ষ পরিচালনায় আঞ্চলিক গণনাকারিগণ কর্ত্তৃক পশ্চিম বঙ্গের রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজা নাইডুকে গণনা করা হইয়াছে।

আগামী ২৮শে ফেব্রুয়ারী (১৯৬১) লোকগণনা প্রথম পর্য্যায়ের কার্য্য সমাপ্ত হইবে। ২৮শে ফেব্রুয়ারী (১৯৬১) রাত্রে গৃহহীন ব্যক্তিদিগের গণনা করা হইবে। প্রথম পর্য্যায়ের গণনা সমাপ্ত হইবার ও ১লা মার্চ্চ (১৯৬১) সূর্য্যোদয়ের মধ্যে যদি কোন নূতন জন্ম বা মৃত্যু হইয়া থাকে তাহা সঠিক গণনা করিবার জন্য প্রত্যেক গৃহ পুনরায় পরিদর্শন করা হইবে। উপরোক্ত সময়ের মধ্যে গণনার যোগ্য কোন অতিথি আসিয়া পৌঁছাইলে তাঁহাকে পুনরায় পরিদর্শনের সময়ে গণনা করা হইবে।

ইংরাজ রাজত্বে যখন শেষবার লোকগণনা হয়, তাহা হইতে জানিতে পারা গিয়াছে দুই শত বৎসরে যে শিক্ষা বিস্তার হইয়াছে তাহাতে ভারতে শতকরা ১৫ জন আক্ষরিক। আক্ষরিক বলিলে কেহ যেন না বুঝেন যে ইহারা সকলে খুব শিক্ষিত। ইহাতে বুঝা যায় শতকরা ১৫ জনের অক্ষর পরিচয় আছে। ইহারা লিখিতেও পারেন পড়িতেও পারেন। শতকরা বাকী ৮৫ জনের অক্ষর পরিচয়ই নাই। স্বাধীন হওয়ার পর নূতন করিয়া অনেক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। ১৯৬১ সালের জনগণনা হইতে বুঝিতে পারা যাইবে স্বাধীন ভারতে আক্ষরিকের সংখ্যা কত ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে।

প্রাচীন পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন—

গুণিগণ গণনারম্ভে
নপততি কঠিনী সুসম্ভ্রমাৎ যস্য।
তেনাম্বা যদি সুতিনী
বদ বন্ধ্যা কীদৃশী ভবতি॥

অর্থ—দেশের গুণী লোকদের গণনা করিতে হইলে যাহার নামে খড়ি পড়ে না অর্থাৎ যাহার নাম এই তালিকায় লিখিত না হয়, সেই সন্তানের দ্বারা মাতা যদি পুত্রবতী আখ্যা প্রাপ্ত হয় তাহা হইলে বন্ধ্যা কাহাকে বলা যায়।

চাণক্য বলিয়াছেন—

কোঽর্থঃ পুত্রেণ যাতেন
যো ন বিদ্বান্ ন ধার্ম্মিকঃ।
কাণেন চক্ষুসা কিংবা
চক্ষুপীড়ৈব কেবলম্॥

পুত্র যদি ধার্ম্মিক ও বিদ্বান না হয় তবে সে পুত্রে জন্মে কি ফল? কাণা চোক থাকিয়া ফল কি? উহা চক্ষের পীড়া মাত্র।

এই লোক গণনায় ধরা হইবে আঁতুরের ছেলে হইতে আতুর মরণাপন্ন বৃদ্ধ পর্য্যন্ত। যাহাতে প্রত্যেকের জাতি, ধর্ম্ম, শিক্ষা, বৃত্তি নিভু‍র্লভাবে লেখা হয় সে বিষয়ে সকলেরই চেষ্টা করা উচিত।

—•—

গত লোক গণনায় একজন নিরক্ষর তপসীলভুক্ত জাতির সহিত ট্রেণে আসিবার সময় হঠাৎ এক ষ্টেশনে ট্রেণ থামিয়া গেল। একজন টিকিট পরীক্ষক টিকিট দেখিতে আসিলেন। ট্রেণ ছাড়ে না দেখিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন ট্রেণের মানুষ গণনা করা হইবে। টিকিট পরীক্ষার সময় তপশীলভুক্ত নিরক্ষর প্যাসেঞ্জারটী দুইখানি টিকিট দেখাইল। চেকার বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন আর একখানি টিকিটের মানুষ কোথা? বেচারা অপ্রাতভ হইয়া অপরাধী র মত জোড়হাত করিয়া বলিল "আমার ২ খানা টিকিট দেখুন। আমি বড় বিপদে পড়ে দু'খানি টিকিট কিনেছি। আমি ধুলিয়ান হ'তে গিয়েছিলাম চৌরীগাছা। সেখানে আমার মেয়ের বিয়ে হয়েছে। মেয়েটী খুব ব্যারাম শুনে মাঠে কাজ ফেলে দৌড়ে বাড়ী এসে ছাতু খেয়ে যাতায়াতের ভাড়া স্ত্রী-এর কাছে নিয়ে ছুটে এলাম ধুলিয়ান ষ্টেশনে। তখন গাড়ী ছাড়বার বাঁশী দিয়েছে। বিনা টিকিটেই গাড়ীতে উঠে বসলাম। গাড়ীতে কোন চেকার বাবু টিকিট দেখতে আসেননি। আজিমগঞ্জে অনেক বরযাত্রী উঠলো। চেকার বাবু তাঁদের নিয়েই ব্যস্ত হয়ে এগাড়ী ওগাড়ী ছুটোছুটী করতে লাগলেন। যখন আমি চৌরীগাছাই নামছি তখন এক ব্রাহ্মণ ঠাকুর নামার সময় আমার পায়ে চরণ ঠেকিয়ে দিলেন। আমি উবুর হ'য়ে তাঁর পায়ে মাথা দিয়ে মাপ চেয়ে বল্লাম আমার মেয়ে খুব ব্যারাম—যেন ভাল হয়।' "ঠাকুর মশায় আমাকে বল্লেন—তুমি কোনও অপরাধ করনি। আমার জুতোয় তোমার পায়ে লাগেনিত?" ঠাকুর মশায়ের মিষ্ট কথায় ভরসা পেয়ে জোড়হাত করে বল্লাম "দেবতা আমি ধুলিয়ান থেকে আসছি টিকিট করতে পারিনি।" উনি আমার পিঠে থাবা দিয়ে বল্লেন "ভয় কি? তুমি আমাকে নিতে এসেছ এই কথা বলে তাঁর ব্যাগটী আমার হাতে দিলেন।" একজন কাল জামাপরা খালাসী টিকিট নিচ্ছিল। মাষ্টার বাবু ছানাওয়ালাদের পয়সা নিচ্ছিলেন। খালাসী আমাকে ঠাকুর মশায়ের লোক মনে করে ছেড়ে দিলে। ঠাকুর মশায়ের ব্যাগ তাঁর হাতে দিয়ে বল্লাম "আপনি যান আমি মাষ্টার বাবুকে ভাড়া দিয়ে যাব।" ঠাকুর মশায় বল্লেন "তবেই মরেছ। এ গাড়ী সাহেবগঞ্জ হতে আসছে। তুমি ধুলিয়ান থেকে ভাড়া দিতে গেলেই সাহেবগঞ্জের ভাড়া আদায় করবে।" "মহাবিপদে পড়লাম। আমার ত বেশী পয়সা নাই। ফিরে যাবার পয়সা আছে মাত্র।" ঠাকুর মশায় বল্লেন "যেয়োনা চলে এসেছ আর কেন?" জোড়হাত ক'রে বল্লাম "কেউ দেখেনি একজন ত দেখেছে। তাঁর কাছে ত পাপ লুকান যায় না। ঠাকুর মশায়কে বললাম আপনি গাড়ীর মালিকের নাম বলে দেন আমি তার নামে মুনিয়াডাল করবো।" ঠাকুর মশায় বললেন "আমি তহশীলদারী করে খাই। কার নামে টাকা পাঠাতে হয় জানি না। মাষ্টারকে দিলে সেও মালিককে দিবে না নিজের ট্যাকে গুঁজবে।" বিষম বিপদে পড়লাম। মেয়ে কাহিল তার উপর এ কোন্ বিপদ। সাটুয়ে উকিল মুক্তিয়ার আছে তাদিকে শুধালে বিনা পয়সায় বলবে না। রাস্তায় ভদ্দলোক যাকে পায় তাকেই শুধায় কেউ বল্‌তে পারে না গাড়ীর ভাড়া কার কাছে পাঠাব। মেয়ের বাড়ী ঢুকছি আর বুক কাঁপছে। না জানি মেয়ে কেমন আছে। বাড়ী ঢুকেই দেখি মেয়ে বালিশ ঠেসা দিয়ে বসে আছে। তার খোকা খেলা করছে। আমাকে দেখে মেয়ে বললে আজ বালিক পটল লতার ঝোল দিয়ে খেয়েছি। শুনে প্রাণ ঠাণ্ডা হ'ল। আমি মুরুক্ষু আমার জামাই মেটরি পাশ। জামাই এসে দণ্ডবৎ করতেই তাকে শুধালাম "তোমার পেটে ত কালো আখর আছে, আমাকে ব'লে দাও রেলের টিকিটের দাম কার নামে পাঠাতে হয়। আমি টিকিট করতে পারিনি।" জামাই বললে "আপনি ত চলে এসেছেন আবার ও ভাবনা কেন?" ও মতি করতে নাই বাবা তোমার একটা পোকা হয়েছে। তার অকল্যাণ হবে। জামাই লজ্জিত হ'য়ে আর কোনও কথা না বলে বল্লে কার কাছে পাঠাতে হয় জানি না। বেয়ান তাড়াতাড়ি ভাত বেঁধে আমাকে খাওয়ালেন। রোয়াকে বিছানা ক'রে দিলেন, ঘুম আসে না। দু'বার তামাক খেয়ে চেষ্টা ক'রে ঘুম এল না। ভোর রাত্রে চোকটা একটু এঁটেছে—স্বপনে দেখছি সাহেবী পোষাক ক'রে এক বাবু রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে। সেলাম দিয়ে বললাম হুজুরকে একটা কথা জিজ্ঞেস করছি। উনি মনের কথা জেনে নিজেই বললেন—টিকিটের কথা ত? লেখাপড়া জানিস না। এটা ত জানিস যাবার ভাড়া যত আসবার ভাড়া তত। ফিরবার সময় দু'খানা টিকিট করিস। রেল কোম্পানীর ভাড়া রেল কোম্পানীর বাক্সে ঢুকবে কোন চোরে নিতে পারবে না। ঘুম ভেঙ্গে গেল তখন আনন্দে আর ঘুম হ'ল না। আমার মত বোকাও বুঝতে পারল যার পাওনা তার কাছে যাবে। তখন চেকার জিজ্ঞাসা করল বাবা তুমি কি জাত? উত্তর দিল আমরা বলতাম বাগদী এখন ব্যাগ্র আরও কি বলে আমার মুখ দিয়ে বাহির হয় না। চেকার বাবু অপেক্ষা না করে তার দুটী পায়ের ধূলো মাথায় দিয়ে বললে তোমার মত যদি সব লোক হত তবে পৃথিবী স্বর্গ হত। গণনা হয়ে গেল। দুখান টিকিট কেনার কারণ সকলেই বুঝলে। গাড়ীর লোক সব গণনা হল। চেকার বাবু বললেন—গাড়ীতে সব মানুষ আছে দেবতা আছে একটী।

———

কোর্টে বাঘ

—•—

ব্যাঙ্কশাল কোর্টের এক মামলায় এক জোড়া বাঘকে সেদিন হাজির করা হয়। ক্রেতার অভিযোগ, তাহাকে যে বাঘ দুইটি দেওয়া হইয়াছে তাহারা অন্ধ। বিক্রেতা বলে, সে ভালো জানোয়ারই দিয়াছিল। বাঘেরা যদি বলিয়া দিতে পারিত কবে তাহারা অন্ধ হইয়াছে।

———

আবেদন

হুনিয়া সম্প্রদায়কে বর্ত্তমান সেন্সাসে তপশীলভুক্ত (সিডিউল কাষ্ট) বলিয়া লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। উহাতে উক্ত সম্প্রদায়ের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে বলিয়া উহারা সেন্সস কালেক্টর বাহাদুরের নিকট দরখাস্ত করিয়াছে। এই সম্প্রদায়ের পুরোহিত কান্যকুব্জ ব্রাহ্মণ শ্রীকুলেশচন্দ্র উপাধ্যায় মহাশয় মুর্শিদাবাদ জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুরের নিকট এফিডেবিট মূলে প্রমাণ করিয়াছেন যে ইহারা তপশীলভুক্ত জাতি নহে। ইহাদিগকে "কাষ্ট-হিন্দু" শ্রেণীতে লিপিবদ্ধ করার জন্য সরকার বাহাদুরের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

শ্রীভোলানাথ মিস্ত্রী, সাং জোরগাছা।

বৈদ্য এবং ডাক্তার

আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষার কার্য্যসূচী ও পাঠ্যক্রম কেন্দ্রীয় আয়ুর্ব্বেদ গবেষণা পরিষদ অনুমোদন করিয়াছে। পরিষদের একটি সাব-কমিটি উহা রচনা করেন। দেশের সকল আয়ুর্ব্বেদ কলেজে ইহা চালু করা হইবে। এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য জাতীয় স্বাস্থ্য উন্নয়ন কার্য্যসূচী রূপায়ণের জন্য বৈদ্য ও ডাক্তার তৈয়ারী করা। প্রেঃ ইঃ ব্যুঃ

লোকগণনা কর্ম্মীদের জন্য পদক

গত ১০ই ফেব্রুয়ারী হইতে ভারতে লোকগণনা কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। এই কাজে যাঁহারা উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব দেখাইবেন তাঁহাদের রৌপ্য ও ব্রঞ্জ পদক দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। প্রেঃ ইঃ ব্যু

কর্ম্মখালি

একজন সুদক্ষ মোটর ড্রাইভার, একজন কণ্ডাক্টর ও একজন ক্লিনার আবশ্যক। সত্বর অভিজ্ঞতা সহ নিম্ন ঠিকানায় আবেদন করুন। ১৫।২।৭১

সেক্রেটারী—

রঘুনাথগঞ্জ-প্রতাপপুর সোনাটিকুরী কো-অপারেটিভ মাল্টী পারপাস সোসাইটি লিমিটেড

রঘুনাথগঞ্জ

আমাদের উপায়

স্থান—পুকুর ঘাট

কাল—বৈকাল—মেয়েদের জল আনার সময়।

প্রথমা—দিদি! শাস্তর ক'রেছিল কোন আহাম্মুক? পুরুষগুলো আমাদের রক্ষক। তারা যদি দুর্বৃত্তের হাতে আমাদের রক্ষা কর্‌তে না পারে, আর তাদের সম্মুখে আমাদের সর্ব্বনাশ হ'য়ে যায়, তাতে পুরুষের কোন দোষ নাই, দোষ হয় আমাদের, জাত যায় আমাদের, ধর্ম্ম যায় আমাদের।

দ্বিতীয়া—শাস্তর যে পুরুষের তৈরী। শাস্তর পুরুষেরই ওকালতি করে। আমাদের নয়।

সরকারী বিজ্ঞপ্তি

—০—

মুর্শিদাবাদ আঞ্চলিক পরিবহন প্রাধিকারিক ও জেলার সীমান্তবর্ত্তী এলাকায় মহকুমা শাসকদিগের অফিস নোটীশ বোর্ডে মালবাহী মোটর গাড়ীর পারমিট-দান ও পুনর্নবীকরণ, যাত্রীবাহী বাসের পারমিট পুনর্নবীকরণ ও মোটর ট্যাক্সির পারমিট প্রদানে দরখাস্ত সমূহের একটি তালিকা টাঙাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এই সম্বন্ধে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে উহা এই নোটীশ প্রকাশিত হইবার ৩০ দিনের মধ্যে গৃহীত হইবে। এই সম্বন্ধে প্রাপ্ত আপত্তি বা আবেদনপত্র বিবেচিত হইবার নিমিত্ত স্থান ও তারিখ সংশ্লিষ্ট সকলকেই যথাসময়ে জানানো হইবে। (২) জংগীপুর হইতে কৃষ্ণপুর পর্য্যন্ত স্থায়ী বাসরুটের পারমিটের জন্য যে সব আবেদনপত্র পাওয়া গিয়াছে তাহা আঞ্চলিক পরিবহন প্রাধিকারিক ও জেলার সীমান্তবর্ত্তী এলাকার মহকুমা শাসকদিগের অফিস নোটীশ বোর্ডে টাঙাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এই সম্বন্ধে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে উহা এই নোটীশ প্রকাশিত হইবার ৩০ দিনের মধ্যে গৃহীত হইবে। এই সম্বন্ধে প্রাপ্ত আপত্তি বা আবেদনপত্র বিবেচিত হইবার নিমিত্ত স্থান ও তারিখ সংশ্লিষ্ট সকলকেই যথাসময়ে জানানো হইবে। স্বাক্ষর: বি, চৌধুরী, সচিব, আঞ্চলিক পরিবহন প্রাধিকার, মুর্শিদাবাদ।

গদীর মোহ

—০—

ভারতের প্রধান বিচারপতি শ্রী বি-পি সিংহের জন্মদিন উপলক্ষে সম্প্রতি এক সম্বর্দ্ধনা সভার আয়োজন করা হয়। এই সভায় শ্রীসিংহ দুঃখ করিয়া বলেন, বিচারপতিদের অবসর গ্রহণের বয়স নির্দ্দিষ্ট করিয়া সংবিধানের রচয়িতাগণ ভুল করিয়াছেন। তিনি আরো জানান, ভুল কাহার? বৃদ্ধ বয়সেও যে গদী আঁকড়াইয়া পড়িয়া থাকিতে চান, তাঁহার—না, যে মুক্তি দিতে চায়, তাহার?

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ১৩ই মার্চ্চ ১৯৬১

১৯৫৯ সালের ডিক্রীজারী

১৭৩ থাং ডিঃ সুধীরেন্দ্রনাথ রায় দেং জাহিরুদ্দি সেখ দিং দাবি ২৩ টাকা থানা সুতি মৌজে হিলোড়া ১-১৩ শতকের কাত ৪৲ আঃ ১০৲ আদালত মূল্য ৩৫০৲ খং ২৯৬

১৯৬০ সালের ডিক্রীজারী

৩৩ থাং ডিঃ সুধীরেন্দ্রনাথ রায় দেং রমণীরঞ্জন দাষ দিং দাবি ৮০ টাকা ৮২ নঃ পঃ থানা সুতি মৌজে হিলোড়া ২-৪৩ শতকের কাত ১০৲ আঃ ২৫ আদালত মুল্য ৭৫০৲ খং ১১৭৬

৭০ মনি ডিঃ রত্নাকর ঘোষ দিং দেং রমণীকান্ত প্রামাণিক দাবি ১১১ টাকা ৪৪ নঃ পঃ থানা সুতি মৌজে আহিরণ ১৯ শতক উলা খড় মধ্যে ২/৫ অংশ ৪৫ শতক মধ্যে ২/৫ অংশ বৃক্ষাদি সহ আঃ ৫০৲ আদালত মূল্য ১১০৲ খং ৮০

৭৩ মনি ডিঃ অসিতকুমার সরকার নাবালক দিং পক্ষে অলিমাতা মালঞ্চবালা দাসী দেং জারজিস সেখ দিং দাবি ৩২৯ টাকা ৪৮ নঃ পঃ ১নং লাট থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে ভাবকী ৩১ শতকের কাত ১৲ আঃ ১০০৲ আদালত মূল্য ১৫০৲ খং ৩৩৮ ২নং লাট থানা ঐ মৌজে কানাইমাটী ৫৯ শতকের কাত ৸৶৯ আঃ ১০০৲ আদালত মূল্য ২৫০৲ খং ৫৪

৭৭ মনি ডিঃ শম্ভুনাথ পণ্ডিত দেং লাজেম সেখ দাবি ১৫৭ টাকা ৯৪ নঃ পঃ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে বাসুদেবপুর ২ শতক জমি আঃ ২৫৲ আদালত মূল্য ১০০৲ খং ১৪৭

৮১ মনি ডিঃ শ্যামাচরণ সরকার দেং নলিনাক্ষ বড়াল দাবি ১৬৫ টাকা ১১ নঃ পঃ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে বাসুদেবপুর ১২ শতকের কাত ৩-৫০ নঃ পঃ আঃ ১০০৲ আদালত মূল্য ১৫৪৲ খং ৩৬১

৮৩ মনি ডিঃ সুদর্শন সিংহ দেং নিত্যানন্দ হালদার নাবালক পক্ষে অলিমাতা শ্যামা দাসী দাবি ১৬ টাকা ৮০ নঃ পঃ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে বালিঘাটা ১২ শতকের কাত ২।৶৩ আঃ ১০৲ আদালত মূল্য ৮০৲ খং ৫০১

দি আর্ট ইউনিয়ন প্রিন্টিং ওয়ার্কস

৫৫।৭, ব্রে ষ্ট্রীট, পোঃ বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

টেলিগ্রাম : "আর্ট ইউনিয়ন" টেলিফোন : বড়বাজার ৫৫৮

প্রাথমিক, মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয়ের

যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং

বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি

ও

ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়,

কো-অপারেটিভ রুরাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের

যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার প্রভৃতি

সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে প্রস্তুত করিয়া সরবরাহ করা হয়

বিশ্বস্ততার প্রতীক

গত আশী বছর ধরে জবাকুসুম কেশ তৈল প্রস্তুতকারক হিসাবে সি, কে, সেনের নাম সবাই জানেন তাই খাঁটী আমলা তেল কিনতে হলে সি, কে, সেনের আমলা তেল কিনতে ভুলবেন না। সি, কে, সেনের আমলা তেল কেশবর্দ্ধক ও স্নায়ু স্নিগ্ধকর।

সি, কে, সেনের

আমলা কেশ তৈল

সি, কে, সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ,

জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা-১২

আমেরিকায় আবিষ্কৃত

ইলেকট্রিক সলিউসন

— দ্বারা —

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়ঃ—

আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য কিন্তু যাহারা জটিল রোগে ভুগিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, যৌবনশক্তিহীনতা, স্বপ্নবিকার, প্রদর, অজীর্ণ, অম্ল, বহুমূত্র ও অন্যান্য প্রস্রাবদোষ, বাত, হিষ্টিরিয়া, সূতিকা, ধাতুপুষ্টি প্রভৃতিতে অব্যর্থ পরীক্ষা করুন! আমেরিকার সুবিখ্যাত ডাক্তার পটাল সাহেবের আবিষ্কৃত তড়িৎশক্তিবলে প্রস্তুত ইলেকট্রিক সলিউসন' ঔষধের আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইবেন। প্রতি বৎসর অসংখ্য মুমূর্ষু রোগী নবজীবন লাভ করিতেছে। প্রতি শিশি ১৷৹ টাকা ও মাশুলাদি ১৶৹ এক টাকা তিন আনা।

সোল এজেণ্ট :—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা

ফতেপুর, পোঃ—গার্ডেনরিচ, কলিকাতা—২৪

ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী লিঃ

এজেণ্ট—শ্রীননীগোপাল সেন, কবিরাজ

রঘুনাথগঞ্জ — সদরঘাট

শীতে ব্যবহারোপযোগী

মৃতসঞ্জীবনী সুধা, মহাদ্রাক্ষারিষ্ট চ্যবনপ্রাশ

বিশুদ্ধভাবে প্রস্তুত যাবতীয় কবিরাজী ঔষধের

একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র সরকার মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত

হ্যানিম্যান হল

মুর্শিদাবাদ জেলার আদি ও শ্রেষ্ঠতম হোমিও প্রতিষ্ঠান

হোমিওপ্যাথিক ও বাইওকেমিক ঔষধ কলিকাতার দরে বিক্রয় হয়। পাইকারী গ্রাহকদের বিশেষ সুযোগ ও সুবিধা দেওয়া হয়। আমরা যত্নের সহিত ভি. পি. যোগে মফঃস্বলে ঔষধ সরবরাহ করি।

হোমিও পেটেণ্ট "আইওলিন" চক্ষু ওঠায় ফল সুনিশ্চিত।

হ্যানিম্যান হল, খাগড়া, মুর্শিদাবাদ।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।